# সুপারিশবঞ্চিত প্রার্থীদের বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**
০২ মার্চ ২০২৬, ১২:০০ এএম

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েও সুপারিশ না পাওয়া প্রার্থীদের বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। একই সঙ্গে ১ম থেকে ১২তম নিবন্ধনধারীদের পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক আলোচনায় তিনি এ নির্দেশনা দেন। সভায় শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মিজানুর রহমান, যুগ্ম সচিব মো. হেলালুজ্জামান সরকারসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গভা-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ১ম থেকে ১২তম নিবন্ধনধারীরা সকালে এনটিআরসিএ কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন এবং একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে একটি কমিটি গঠন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

এনটিআরসিএর এক কর্মকর্তা জানান, ১ম থেকে ১২তম নিবন্ধনধারীদের পাশাপাশি ১৮তম নিবন্ধনে উত্তীর্ণদের বিষয়েও একটি সমন্বিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। আমরা দ্রুত একটি কমিটি গঠন করব এবং শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদন জমা দেব। এরপর মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। আলোচনায় এনটিআরসিএর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রীকে ব্রিফ করেন চেয়ারম্যান। এ সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। একই সঙ্গে এপ্রিলের আগেই নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করা এবং আগামী জুনের মধ্যে ভাইভা সম্পন্ন করার তাগিদ দেন তিনি। এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বলে জানা গেছে।

শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও গতি আনতে এ ধরনের উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমাণ নিবন্ধনধারী ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যাশা, দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাদের অনিশ্চয়তার অবসান হবে। চলতি মাসেই নতুন কারিকুলাম কমিটি গঠনের নির্দেশ : রেড টেপ বা অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে সহজ, সময়োপযোগী ও উৎপাদনশীল কারিকুলাম প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও বাস্তবমুখী করতে হলে কোর্স ও সিলেবাসকে ভবিষ্যৎ দক্ষতা এবং জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সাজাতে হবে।

গতকাল রাজধানীর মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চলতি মাসের মধ্যেই নতুন কারিকুলাম কমিটি গঠন ও সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

২০২৭ সালের লক্ষ্য বাস্তবায়নকে সামনে রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিলেবাস প্রস্তুত করতে দ্রুত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষামন্ত্রী।